

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত নূহ (আ:) এর দোয়াসমূহ"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:৪৫ থেকে ৪৭

১. হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি রহম না করো, তবে তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরবো।

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ﴿٤٥﴾

নূহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য; আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। (সূরা হুদ ১১:৪৫)

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

তিনি বললেন, হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও। (সূরা হুদ ১১:৪৬)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ
لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٤﴾

সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এই জন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা হুদ ১১:৪৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-মুমিনুন ২৩:২৬ এবং ২৯

২. আমার প্রভু! আমাকে অবতরণ করো বরকতময় অবতরণের স্থানে, তুমি তো অবতরণের জন্য সর্বোত্তম স্থানদানকারী।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٦﴾

নূহ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। (সূরা আল-মুমিনুন ২৩:২৬)

وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

আরও বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করেন যাহা হইবে কল্যানকর; আর তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।' (সূরা আল-মুমিনুন ২৩:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১১৬ থেকে ১১৮

৩. হে প্রভু, তুমি আমার ও তাদের (কওমদের) মাঝে একটা চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং নাজাত দাও আমাকে ও আমার সাথী মুমিনদের।

قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الرَّجُومِينَ ﴿١١٦﴾

উহারা বলিল, হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হয় তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হইবে, (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১১৬)

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّابُونَ ﴿١١٧﴾

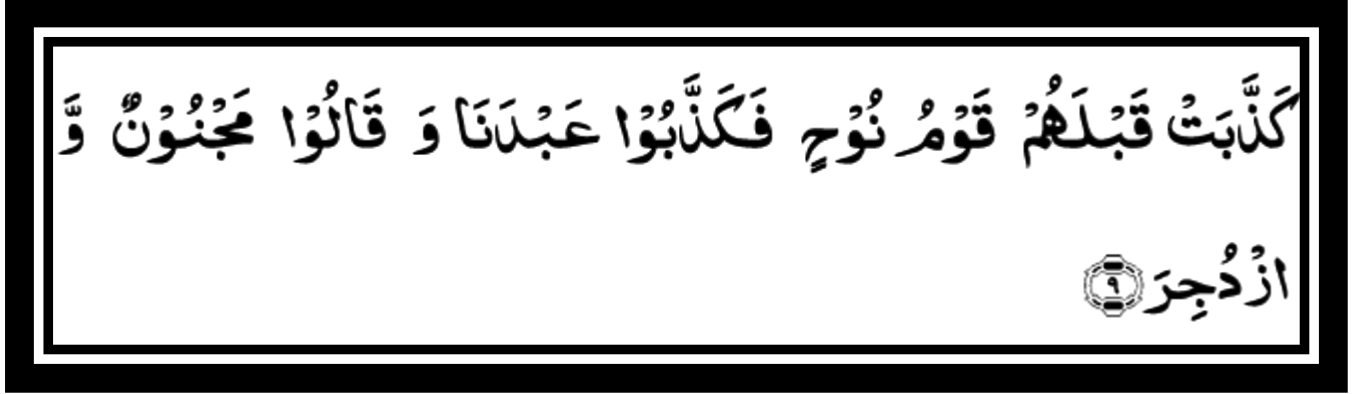
নূহ বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ই তো আমাকে অস্বীকার করেছে। (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১১৭)

فَاَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

সুতরাং তুমি আমার ও উহাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে যেসব মুমিন আছে, তাহাদের রক্ষা করো। (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১১৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-ক্বামার ৫৪:৯ থেকে ১১

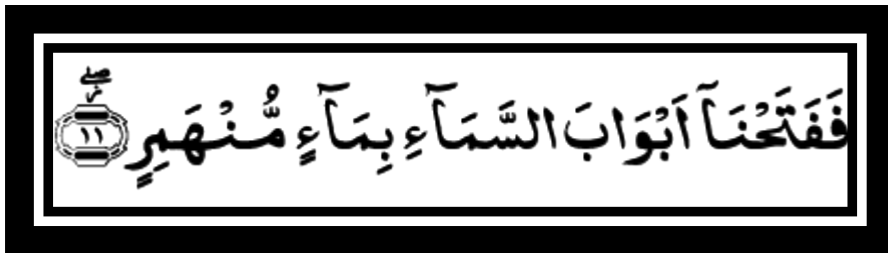
৪. নূহ তার প্রভুর কাছে দোয়া করে বলেছিল, আমি পরাস্ত হয়েছি, আমাকে সাহায্য কর।



ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় অস্বিকার করিয়াছিল-অস্বিকার করিয়াছিল আমার বান্দাকে আর বলিয়াছিল, 'এ তো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। (সূরা আল-ক্বামার ৫৪:৯)



তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর, (সূরা আল-ক্বামার ৫৪:১০)



ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বাড়ি বর্ষণ। (সূরা আল-ক্বামার ৫৪:১১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা নূহ ৭১:২৬ থেকে ২৮

৫. নূহ বলেছিল, আমার প্রভু! এদেশে কাফিরদের কোনো ঘরবাসীকে তুমি ছেড়ে দিও না।

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

নূহ আরও বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফীরগণের মধ্য হইতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।' (সূরা নূহ ৭১:২৬)

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

তুমি উহাদেরকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ ৭১:২৭)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধবংসই বৃদ্ধি করো। (সূরা নূহ ৭১:২৮)

সূতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা হযরত নূহ (আ:) ৯৫০ বছর বেঁচেছিলেন। তার জীবনে পুরো সময়টাই কওমকে সতর্ক করেছিলেন। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া কেউ আল্লাহ রাসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে নি। আল্লাহ মুমিনদের ব্যাতিত পুরো জাতিকে ভয়ংকর প্লাবন দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। আসুন, আমরা সতর্ক ও সাবধান হয়ে যাই, এক আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক দুনিয়ায় জীবন যাপন করি। অন্যথায় COVID-19 এর মত আঘাবে আমরা বার বার পতিত হবো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ